মেহেরপুরের গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকাল ১১ টার দিকে গাংনী গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেন,গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান,সাবেক মেয়র আহমেদ আলী প্রমুখ। এসময় সরকারী কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে দোকানের টিন কেটে ২ লাখ টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের চৌগাছা এলাকায় টিনশেডের একটি হার্ডওয়্যার সেনেটারি দোকানের টিন কেটে ২লক্ষ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যেরাতে বিশ্বাস সেনেটারি এন্ড হার্ডওয়্যারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

ভুক্তোভোগি দোকান মালিক জাহিদুল ইসলাম চৌগাছা গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে।

তিনি জানান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শুভ হালখাতা চলছিল। প্রতিদিনের মতো ক্যাশে টাকা রেখে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। শুক্রবার সকালে দোকান খুলে দেখা যায় দোকানের টিনের চাল কাটা।

সবকিছু ঠিক থাকলেও দেখা যায় ক্যাশে রাখা নগদ ২লাখ টাকা নেই। চোরেরা সেই টাকা নিয়ে গেছে বলে তার ধারণা।

এ বিষয়ে গাংনী থানায় দোকান মালিক অভিযোগ করেছেন বলে জানা যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে ট্রলি ড্রাইভারকে মারধর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অটোগাড়িকে সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে কাদের নামের এক ট্রলি ড্রাইভারকে অটোগাড়ি চালক মারধর করেছে বলে জানা গেছে।
কাদের গাড়াডোব হাটপাড়ার কিতাবের ছেলে।

কাদেরকে মারধরের ঘটনায় ঐ এলাকার মাটিবাহি ট্রলি ও ট্রাক্টর চালকরা উত্তেজিত হয়ে অটো ড্রাইভারের বিচারের দাবিতে তার বাড়ি ঘেরাও করে।

অটোড্রাইভার একই উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়ার লালুর ছেলে জনি।
স্থানীয়রা জানায়, মাটি ভর্তি ট্রলি নিয়ে একটি ইটভাটায় আসার সময় পোড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তিনরাস্তার মোড়ে অটো গাড়িকে সাইড দিতে দেরি হলে অটো ড্রাইভার জনি উত্তেজিত হয়ে ট্রলি ড্রাইভার কাদেরকে মারধর করে।

খবর পেয়ে অন্যান্য ট্রলি ও ট্রাক্টর ড্রাইভাররা জনির বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে জনি গা ঢাকা দেয় বলে জানা যায়। পরে স্থানীয় মাতব্বররা এসে তাদের শান্ত করে।

- গাংনী প্রতিনিধি

আড়াপাড়া মাঃ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত !

শিক্ষা অফিসারের ভুলের কারণে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

১২-১২-২০১৯ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশারের ভুলের কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয় বলে জানা গেছে।

জানাগেছে, শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার ভুল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে নির্বাচনে প্রার্থী করায় প্রতিপক্ষরা আবেদন করেন। বিষয়টি প্রার্থী যাচাই বাছায় করার পর অবগত হয় নির্বাচনে দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার মীর হাবিবুল বাশার।

এদিকে প্রার্থী বাছায়ের পর তাদের নাম বৈধ ঘোষনা করার পর ভোটের আগে প্রার্থীতা অবৈধ ঘোষনা করায় ঐ এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এলাকায় উত্তেজনা নিয়ে অফিসার মীর হাবিবুল বাশার চাপের মধ্যে পড়ে। পরে তিনি তার ভুল স্বীকার করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানকে অপারগতা প্রকাশ করলে নির্বাহী কর্মকর্তা আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে লটারির মাধ্যমে ধান ক্রয়ে কৃষক নির্বাচন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রকৃত চাষিদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এ লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন কার্যক্রম চলে।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রম শুরু করেন।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো: খলিলুর রহমান, ওসি এল এসডি মতিয়ার রহমান, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, জেলা পরিষদের সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম সহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ও কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলায় ১৬ হাজার ৮৮ মে.টন ধান ক্রয়ের লক্ষে মোট ৭ হাজার ২’শ ৮৫জন কৃষককে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ৬’শ ৮৮জন কৃষককে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর ষোলটাকা ইউপিতে ওয়ারিশ

ফাঁকি দিতে ইউপি সদস্য আলী’র সুপারিশ

মেহেরপুরের গাংনীর ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আলী হোসেনের বিরুদ্ধে শরিকানা বাদ দিয়ে ওয়ারিশ সনদ পত্র দেওয়ার সুপারিশ করার অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি বানিয়াপুকুর গ্রামের এনায়েত মন্ডলের ছেলে আলিম উদ্দীনের ৩ মেয়েকে বাদ দিয়ে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেওয়ার সুপারিশ করে।

ওয়ারিশ সনদ পত্র যাচাই করে জানা গেছে, বানিয়াপুকুর গ্রামের আলিম উদ্দীনের ৩ মেয়ে সুফিয়া খাতুন, পারভীনা খাতুন ও রেবেকা খাতুনকে বাদ দিয়ে ৩ ছেলে আব্দুল খালেক, হাবিবুর রহমান ও কবির উদ্দীনকে ওয়ারিশ সনদ পত্র দিতে চেয়ারম্যান বরাবর সুপারিশ করে সদস্য আলী হোসেন।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি ও ইউপি সচিব জহুরুল ইসলাম জানান, মেয়েদের বাদ দিয়ে ওয়ারিশ সনদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে বিষয়টি স্থানীয় ভাবে জানতে পারার পর সেই সুপারিশ বাতিল করে বৈধ ওয়ারিশ গণকে অন্তভুক্ত করে ওয়ারিশ সনদ দেয়া হয়েছে।

বাদ পড়া ওয়ারিশ বৃন্দরা জানান, ইউপি সদস্য আলী হোসেন অসৎ উদ্দেশ্যে তাদের নাম বাদ দিয়ে ওয়ারিশ সনদ দেওয়ার সুপারিশ করেছিলো।
স্থানীয়রা জানান, ইউপি সদস্য আলী হোসেন নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ভাতা প্রদানে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া ওয়ারিশ সনদে নাম বাদ দেয়া সহ বিস্তর অভিযোগ উঠে।

অন্য ইউপি সদস্যরা জানান, ইউপি সদস্য আলী হোসেনের অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করতে সকল সদস্যরা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছিলো। সেই সময় মুচলেকা দিয়ে তাকে রক্ষা পান আলী হোসেন। তবে চেয়ারম্যান,

সচিব, হিসাব সহকারী, গ্রাম পুলিশ ও ইউপি সদস্যদের সাথে অসাধ আচরণ করে ইউপি সদস্য আলী হোসেন। তার আচরন পরিবর্তন না হলে আবারো সকল ইউপি সদস্য তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেবো।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত গ্রাম পুলিশরা (চৌকিদার) জানান, তাদের সহকর্মী কাষ্টদহ গ্রামের দূর্গাকে রাতের আধারে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে ইউপি সদস্য আলী হোসেন। পরবর্তীতে আলী হোসেন এ ধরনে কোন কর্মকান্ড করলে সরাসরি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, ইউপি সদস্য আলী হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রাম পুলিশকে নির্যাতন সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে আবারো কোন অপকর্ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনহগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ওয়ারিশ সনদে নাম বাদ দেয়ার বিষয়টি লিখিত অভিযোগ দিলে ইউপি সদস্য আলী হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অভিযুক্ত ইউপি সদস্য আলী হোসেন বলেন, স্থানীয় চাপে পড়ে ৩ মেয়েকে বাদ দিয়ে ওয়ারিশ সনদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিলো। তবে সেটা বাদ দেয়া হয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থ্যদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরর গাংনী উপজেলার সহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে দুস্থ্য অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় সাহারবাটি ইউপি কার্যালয়ে কম্বল বিতরণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

এসময় ইউপি সচিব আব্দুল মতিন, ইউপি সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ৫৬০ জনের

হাতে এসময় কম্বল তুলে দেয়া হয়।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বলেন, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণতহবিল থেকে প্রদানকৃত কম্বল দেশের আনাচে কানাচে গরীব দুস্থ্য ব্যাক্তিদের মাঝে এসকল কম্বল বিতরণ করছেন। এটি আপনাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার।

এপর্যন্ত গাংনী উপজেলার মোট ৯ টি উনিয়নে ৫০৪০ জনকে কম্বল প্রদান করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কম্বল বিতরণ কাজ চলছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে একই মাঠ থেকে ৬টি সেচ পাম্প চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের হাড়িয়াদহ গ্রামের একটি মাঠ থেকে ৬টি সেচ পাম্প (মটর) চুরি হয়েছে। ফলে মাঠের আবাদকৃত ক্ষেতে সেচ কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় হাড়িয়াদহ গ্রামের ভিটের মাঠ থেকে সেচ পাম্পগুলো চুরি হয়।

স্থানীয়রা জানান,হাড়িয়াদহ গ্রামের হাজী এরফান মালিথার ছেলে সোহরুদ্দীন,আফছার আলীর ছেলে আমজাদ আলী ভাষান,মৃত কলিমুদ্দীন শেখের ছেলে সাবুর আলী,মৃত দিদার মন্ডলের ছেলে আনছার আলী,মৃত কাবিল আলীর ছেলে ইকতার আলী ও মৃত ওমর আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলামের ভিটের মাঠে সেচ পাম্প রয়েছে।

তারা প্রতিরাতের ন্যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে সেচ পাম্প বন্ধ করে বাড়ি আসে। পরের দিন বুধবার সকালে মাঠে গিয়ে দেখি প্রত্যেকের সেচ পাম্প চুরি হয়ে গেছে।

সেচ পাম্প মালিক কৃষক ইকতার আলী জানান,একই মাঠের ৬টি সেচ পাম্প চুরি হওয়ায় প্রায় তিন শতাধিক আবাদি জমিতে সেচ কাজ বন্ধ করা ছাড়া

উপায় নেই। কারণ ধার-দেনা করে সবাই সেচ পাম্প ক্রয় করে মাঠের ক্ষেতে সেচ দিয়ে আসছিলাম।

- গাংনী প্রতিনিধি

চেতনার ফেরিওয়ালা

সংসার চালাতে নয়,স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা বিক্রি করি দেশকে ভালবেসে। পতাকাকে ভাল বেসে। পতাকার বহর ঘাঁড়ে থাকে তাই সকলেই ডাকে এই পতাকাওয়ালা। তখন গর্ব হয় আমি স্বাধীন দেশের সন্তান তাই আমি এক পতাকাওয়ালা।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে পারিনি ঠিকই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। জীবনের বিনিময়ে যারা এ দেশটাকে স্বাধীন করেছে,যাদের লাল রক্তে বাংলার জমিন লালে লাল হয়েছে, তাদের সম্মানেই পিঠে করে বয়ে বেড়াই লাল সুবুজের পতাকা। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা বিক্রি করতে আসা তিন পতাকা বিক্রেতার মধ্যেকার পতাকা বিক্রেতা মাদারি পুরের লাবলু মিয়ার সাথে আলাপ কালে কথাগুলো বলেন।

জানাযায়, লাবলু মিয়া (৪৫) মাদারিপুর জেলার শিবচর উপজেলার নিলুখি ইউনিয়নের চর কামার কান্দি গ্রামের তারা মিয়া মাতব্বরের ছেলে। তার এক ছেলে, দুই মেয়ে । বড় মেয়ে ঢাকা বাংলা কলেজের শিক্ষার্থী। মেহেরপুর জেলায় গাংনী বাজারে পতাকা বিক্রি করতে আসা লাবলু মিয়ার সাথে কথা হয় প্রতিবেদক অকতারুজ্জামানের ।

তিনি জানান, বছরে তিন টি বিশেষ দিনে পতাকা বিক্রি করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস , ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এ তিন দিন স্বাধীন বাঙ্গালীর কাছে বেড়ে যায় লাল সবুজের পতাকার কদর। দেশের মাদারিপুর জেলায় পতাকা তৈরী করেন কারিগররা।

সেখান থেকে বিভিন্ন বয়সের মানুষ পতাকা বিক্রির জন্য পতাকা কাঁধে নিয়ে ছুটে চলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রায় পাঁচ রকম সাইজের

পতাকা বেচা কেনা হয়। তার মধ্যে ৫ ফুট সাইজের পতাকার সম্মানী (মুল্য) ১২০ থেকে ১৩০ টাকা। সাড়ে ৩ ফুট সাইজের পতাকা ৮০ থেকে ৯০ টাকা,আড়াই ফুট সাইজের পতাকা ৪০ থেকে ৫০ টাকা,দেড় ফুট সাইজের ২০ থেকে ২৫ টাকা ও ১ ফুট সাইজের পতাকা বিক্রি হয় ১৫ থেকে ২০ টাকায়। এছাড়াও শিশু কিশোরদের হাত পতাকা ১০ টাকায় বিক্রি করে থাকেন। পতাকার বহর কাঁধে দেখা মেলে আর এক পতাকা বিক্রেতার সাথে।

তার বাড়িও মাদারিপুর জেলায়। তিনি ১৬ বছর পতাকা বিক্রিতে নিয়োজিত। গত ৮ ডিসেম্বর পতাকা নিয়ে বের হয়েছেন বাড়ি থেকে। শহর থেকে গ্রামেও বিক্রি করছেন পতাকা। শিশু কিশোরদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে জানানো হচ্ছে স্বাধীনতার গৌরবউজ্জল ইতিহাস। তাদের কে প্রশ্ন করেন অনেক কিশোর ।

পতাকার রং ও নির্মাণ কৌশল নিয়েও প্রশ্ন করা হলে নতুন প্রজন্মকে জানায় পতাকার মাহত্ব্য। বছরে তিনবার পতাকা বিক্রি করে লাভ হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। একেকজন পতাকা বিক্রেতার পতাকা বিক্রি ছাড়াও আরো পেশা আছে। তবে সময় হলেই বেরিয়ে পড়েন পতাকা বিক্রির কাজে। বিক্রেতা সুমন জানায়, আমাদের অন্য পেশা থাকলেও পতাকার টানে ছুটে চলা গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। পয়সা রোজগার নয়, পতাকার বহর কাঁধে নেবার মজাটায় আলাদা। পতাকা বিক্রি করি বলে সকলে ডাকে এই পতাকা ওয়ালা।

তখন অনেক গর্ব হয় আমি এক পতাকাওয়ালা। গাংনী বাজারের পতাকা ক্রয় করতে আসা সেন্টু জানায়, দামটা মুখ্য নয়,হাতের নাগালে পতাকা পাওয়াটাই খুব ভাল লাগছে। ১৬ ডিসেম্বর বাচ্চাদের হাতে পতাকা তুলে দেব বলেই পতাকা সংগ্রহ করে রাখলাম। পতাকা হাতে নিয়ে আমার ছেলে যাবে বিজয় দিবসের বিজয় র্যালীতৈ।

- আকতারুজ্জামান. গাংনী

গাংনীতে দু’ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ও রংমহল বাজারে অভিযান চালিয়ে দু’ ব্যবসীয়কে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ভ্রাম্যমান আদলত পরিচালনা করে তেতুলবাড়িয়া বাজারের মুদিদোকানের মালিক ঐ গ্রামের মৃত জেহের আলির ছেলে রোহিদুল ইসলামকে ড্রা।।

লাইসেন্স ছাড়া ও মেয়াদুত্তির্ণ দ্রব্য রাখার দায়ে ২০ হাজার টাকা ও রংমহল গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী আফরোজা বেগম কে ৫শ’টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এসময় কুষ্টিয়া জেলার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সেলিমুজ্জামান উপস্থিৎ ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি